21577 - ধার প্রদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান

প্রশ্ন

ধার প্রদান বলতে কী বোঝায়? এর বিধি-বিধান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ফকীহরা ধার প্রদান-এর সংজ্ঞায় বলছেন: উপকার গ্রহণের বৈধতা আছে এবং উপকার গ্রহণের পর মালিকের কাছে ফেরত দেয়া যায়; এমন জিনিস থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি প্রদান।

এই সংজ্ঞার মাধ্যমে ধার প্রদান থেকে এমন জিনিসগুলো বাদ পড়ে গেল যেগুলোর অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করা ছাড়া সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়া যায় না। যেমন: খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়।

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা অনুসারে ধার প্রদান শরিয়তে বৈধ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী (অন্যকে) দেয় না।" তথা যে সকল জিনিস মানুষ একে অপরের মাঝে আদানপ্রদান করে থাকে। তাই এখানে সে সকল লোকদের নিন্দা করা হয়েছে যারা এমন জিনিস কেউ ধার চাইলে তাকে নিষেধ করে দেয়।

যে আলেমরা ধার দেওয়াকে ওয়াজিব মনে করেন তারা এই আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করেন। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহুর অভিমত সেই ক্ষেত্রে যদি জিনিসটির মালিকের সেটি দরকার না থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহাকে দেয়ার জন্য একটা ঘোড়া ধার করেছেন। আর সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছ থেকে কিছু ঢাল ধার করেন।

যার প্রয়োজন তাকে জিনিস ধার দেওয়া নেকীর কাজ। এর মাধ্যমে প্রদানকারী বিপুল নেকী অর্জন করেন। কারণ এটি কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত।

ধার প্রদান সঠিক হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে:

প্রথম শর্ত: ধারদাতা দান করার উপযুক্ত হওয়া। কারণ ধার দয়োর মধ্যে এক ধরনরে দান রয়ছে। তাই কোনো শশিু, পাগল আর নর্িবোধরে ধার দয়ো সঠকি হবে না।

দ্বতিীয় শর্ত: ধারগ্রহীতা দান গ্রহণরে উপযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ তার গ্রহণ করাটা সঠকি হওয়া।

তৃতীয় শর্ত: ধার হসিবে প্রদত্ত জনিসিরে উপযোগ মুবাহ তথা বধৈ হওয়া। তাই মুসলমি দাসকে কাফররে কাছে ধার দয়ো বধৈ হবে না। শকিারকৃত পশুকে ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তরি কাছে ধার দওেয়া বধৈ হবে না। কারণ আল্লাহ বলনে: "তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনরে কাজে একে অন্যকে সাহায্য করবে না।"

চতুর্থ শর্ত: ধারযোগ্য জনিসিটি এমন হবে য,ে ব্যবহার করার পরও জনিসিটরি মূল অস্তত্বি অটুট থাক;ে যমেনটি আগওে বলা হয়ছে।ে

ধারদাতা ব্যক্তি ধাররে বস্তু যখন ইচ্ছা তখন ফরিয়িে নয়োর অধকিার রাখনে; তবে য অবস্থায় ফরিয়িে নলিে ধারগ্রহীতা ক্ষতগ্রিস্ত সইে অবস্থা ছাড়া। যমেন: কউে জনিসিপত্র বহন করার জন্য জাহাজ ধার দলিনে; জাহাজ সমুদ্রে থাকা অবস্থায় তনিি সটো ফরেত নয়োর অধকিার নইে। অনুরূপভাবে কউে একটা দয়োলরে উপর কাঠরে প্রান্ত স্থাপনরে জন্য সটো ধার দলিনে। তাহলে যতক্ষণ তাতে কাঠরে প্রান্ত স্থাপতি রয়ছেে ততক্ষণ দয়োল ফরিয়িে নওেয়া যাবে না।

ধারগ্রহীতার উপর ধার হসিবেে গৃহীত জনিসিকে নজিরে সম্পদরে চাইতওে যত্ন ও গুরুত্বরে সাথে সংরক্ষণ করা আবশ্যক; যাতে করে সটেি নরিাপদ অবস্থায় মালকিরে কাছে ফরিয়িে দতিে পার।ে কারণ আল্লাহ তায়ালা বলনে, "আল্লাহ তোমাদরেকে নর্িদশে দচ্ছিনে যনে তোমরা আমানতসমূহকে সগেুলোর প্রাপকদরে কাছে পৌঁছে দাও।" উক্ত আয়াত প্রমাণ করে য আমানত ফরিয়িে দওেয়া আবশ্যক। তন্মধ্যে রয়ছেে ধারকৃত জনিসি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে, "তোমাকে যনিি আমানত দয়িছেনে তাকে তার আমানত দয়িে দাও।" শরয়ী দললিসমূহ প্রমাণ কর,ে একজন মানুষকে যে বষিয় আমানতস্বরূপ দওেয়া হয়ছেে সটো সংরক্ষণ করা এবং মালকিরে কাছে নরিাপদ অবস্থায় ফরিয়িে দওেয়া আবশ্যক। দললিগুলোর ব্যাপকতার মধ্যে ধাররে জনিসিও অন্তর্ভুক্ত। কারণ ধারগ্রহীতা এখানে আমানতদার। আমানতটি সে ফরেত দতিে বাধ্য। প্রচলতি রীতি-নীতরি সীমারখোর ভতেরে তাকে উপকার গ্রহণরে বধৈতা প্রদান করা হয়ছে।ে তার জন্য এটা ব্যবহারে এতটা সীমালঙ্ঘন বধৈ নয় য সে ঐ জনিসিটাই নষ্ট করে ফলেব।ে আবার এমন ক্ষত্রেওে ব্যবহার করতে পারবে না যখোনে এটা ব্যবহার করা অনুপযুক্ত। কারণ জনিসিটরি মালকি তাকে এর অনুমতি দয়েন।ি আল্লাহ তায়ালা বলনে, "উত্তম কাজরে প্রতদিান উত্তম ছাড়া আর কী হতে পার?ে"

য কাজরে জন্য ধার দওেয়া হয়ছেে এর বদলে ভন্নি কছিুতে ব্যবহার করতে গয়িে যদি জনিসিটি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ধারগ্রহীতার ওপর ক্ষতপূিরণ দয়ো আবশ্যক। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "হাতরে ওপর ঐ বস্তুর দায়বদ্ধতা রয়ছেে যা সে গ্রহণ করছে;ে য পর্যন্ত তা প্রাপকরে কাছে ফরিয়িে না দওেয়া হয়।" হাদীসটি পাঁচজন গ্রন্থকার

সংকলন করছেনে এবং হাকমে সহীহ বলছেনে। এ হাদসিটি প্রমাণ করে যে, ব্যক্তি অন্যরে মালকিানাভুক্ত যে জনিসি হস্তগত করছে সটো ফরিয়িে দওেয়া তার ওপর আবশ্যক। জনিসিটি মালকিরে কাছে বা মালকিরে প্রতনিধিরি কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত সে দায়মুক্ত হবে না।

আর যদি সচরাচর যভোবে ব্যবহার করা হয় সভোবে ব্যবহার করতে গয়িে সটেি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ধারগ্রহীতাকে এর ক্ষতপিূরণ দতিে হবে না। কারণ ধারদাতা তাকে এটা ব্যবহাররে অনুমতি দয়িছেনে। আর ‘অনুমতপ্রিদত্ত বস্তুর উপর আপততি ক্ষতরি ক্ষতপিূরণ নইে।’

ধাররে বস্তু যে কারণে ধার নওেয়া হয়ছেলি, তার চাইতে ভন্নি কারণে যদি ধারগ্রহীতার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে কি এর ক্ষতপিূরণ দবিে কনিা সটো নয়িে আলমেদরে মাঝে মতভদে আছে। একদল আলমে মনে করনে তার জন্য এর ক্ষতপিূরণ দওেয়া আবশ্যক, সে সীমালঙ্ঘন করুক কংিবা না করুক। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে, “হাতরে উপর ঐ বস্তুর দায়বদ্ধতা রয়ছে, যা সে গ্রহণ করছে; যে পর্যন্ত তা প্রাপকরে কাছে ফরিয়িে না দওেয়া হয়।” যমেন: যদি পশু মারা যায়, কাপড় পুড়ে যায় কংিবা ধারকৃত বস্তু চুরি হয়ে যায়। অন্য একদল আলমেরে মতে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন না করলে সটোর ক্ষতপিূরণ দতিে হবে না। কারণ সীমালঙ্ঘন ছাড়া ক্ষতপিূরণ দতিে হয় না। সম্ভবত এটা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। কনেনা ধারগ্রহীতা মালকিরে অনুমততিে এটা হস্তগত করছে। সুতরাং এটা তার কাছে আমানত বলে গণ্য।

তবে ধারগ্রহীতার দায়ত্বি ধাররে বস্তু সংরক্ষণ করা, যত্নরে সাথে দখেভাল করা এবং তার প্রয়োজন ফুরয়িে গলেে মালকিরে কাছে দ্রুত ফরিয়িে দওেয়া। ধাররে বস্তুর ব্যাপারে কোনো অবহলো না করা কংিবা নষ্ট করে না ফলো। কারণ এটা তার কাছে আমানত। আর ধারদাতা তার প্রতি অনুগ্রহ করছে। “আর উত্তম কাজরে প্রতদিান কি উত্তম কাজ ছাড়া আর কছিু হতে পার?”